দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 07 JUN 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

নারীমুক্তির জন্য আজীবন লড়াই করেছেন তিনি

নূরজাহান বেগমের স্মরণসভায় বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

সদ্য প্রয়াত নূরজাহান বেগম স্মরণসভায় বক্তারা বলেছেন, নূরজাহান বেগম আজীবন নারী ও মানবমুক্তির জন্য লড়াই করে গেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন নারী জাগরণের অন্যতম সংবাদমাধ্যম বেগম পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে। বর্তমান সময়ে দেশে নারীরা যে মাত্রায় দৃশ্যমান হচ্ছেন তার নেপথ্যে রয়েছে নূরজাহান বেগমের বিশাল অবদান। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের অন্যতম মহীরুহ নূরজাহান জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সুফিয়া কামাল প্রমুখের প্রদর্শিত পথে সারা জীবন বাংলার নারীর আধুনিকায়নে যে অবদান রেখে গেছেন তা কখনোই বিস্মৃত হবার নয়।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, নূরজাহান বেগম সৌন্দর্য ও বুদ্ধির দীপ্তিতে ছিলেন অনন্য। অশিক্ষা, কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে নারীমুক্তির জন্য আজীবন লড়াই করেছেন তিনি। আজ বাংলাদেশে সমাজপ্রগতির বিরুদ্ধে যে সব অপতৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাকে প্রতিহত করতে না পারলে নূরজাহান বেগমদের স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। স্মরণসভা সঞ্চালন করেন বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সীমা মোসলেম।

গতকাল সোমবার বিকালে বাংলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যৌথ আয়োজনে একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে নূরজাহান বেগম স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। সভার শুরুতে তার নাতনি প্রিয়তা ইফতেখার পরিচালিত এবং রাজু আলীম প্রযোজিত নূরজাহান বেগম-ইতিহাসের কিংবদন্তি নারী শীর্ষক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। সভায় স্মৃতিচারণ এবং মূল্যায়নে অংশ নেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম, নূরজাহান বেগমের কন্যা, ফ্লোরা নাসরীন খান শাখী, দৌহিত্রী প্রিয়তা ইফতেখার, নারী গবেষক ড. মালেকা বেগম, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের উপদেষ্টা নারীনেত্রী সেলিনা খালেক, কাজী মদিনা, কবি সানাউল হক খান।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, আমার মা আজীবন বেগম পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। এতে প্রমাণ হয়- শুধু ঢাকা নয়, বাংলাদেশের প্রতিটি প্রান্তে প্রয়াত নূরজাহানের বেগম-এর বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল। তিনি বলেন, এই মহীয়সী নারীর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য প্রয়োজন বেগম পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশনা অব্যাহত রাখা।

নূরজাহান বেগমের জ্যেষ্ঠ কন্যা ফ্লোরা নাসরীন খান শাখী বলেন, আমার মা আজীবন নিভৃতে থেকে শুধু সাংবাদিকতা নয়, সমাজকল্যাণের জন্যও কাজ করে গেছেন। তার অবর্তমানে আমরা বেগম পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রাখতে পারবো বলে আশা করি। তিনি আরো বলেন, মায়ের অসুস্থাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার চিকিৎসার সার্বিক ব্যয়ভার গ্রহণ করে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন।